বিআইজিএম চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২৪

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম)

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম) দেশের অন্যতম প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিআইজিএম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের কার্যনির্বাহকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া জননীতি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করছে এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সবিশেষ অবদান রাখছে। প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন যথাযথভাবে অর্জন এবং দেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে সম্প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগসহ নানাবিধ গতিময় ও সৃজনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের অংশ হিসেবে চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮ সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উক্ত উদ্যেগের ফলাফল হিসেবে বিআইজিএম চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২৪ প্রণীত হয়েছে।

যে কোন গতিশীল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সঠিক ও যথার্থভাবে কার্যসম্পাদনের জন্য মূল প্রাণশক্তি হলো এর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, মনোযোগী, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল। এ কারণে তাঁদের নিয়োগ ও কর্ম সম্পাদন প্রতিষ্ঠানের সংবিধিবদ্ধ আইন, বিধি, প্রবিধি দ্বারা যাতে যথাযথভাবে নির্দেশিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় জনবলের সকল প্রকার ন্যায়সংগত প্রাপ্তি ও স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। চাকরি প্রবিধানমালায় এ সকল বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়, যা সময় পরিক্রমায় সংশোধন/পরিমার্জন/ পরিবর্ধনযোগ্য। বিআইজিএম-এর অনুমোদিত অর্গানোগ্রামের (২০২১) ভিত্তিতে চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২৪ -এ (তফশিলসহ) নতুনভাবে সৃষ্ট পদসমূহের সংস্থান রাখার পাশাপাশি সময়ে সময়ে **বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজ** কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ/সিদ্ধান্ত এবং প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন বিধি-বিধানের আলোকে প্রবিধানমালার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিধি সুস্পষ্টিকরণ করা হয়েছে। ছুটি বিধি ও অবসরগ্রহণ সুবিধার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে।

বিআইজিএম চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২৪ এ প্রতিষ্ঠান এবং এর সকল পর্যায়ের জনবলের (গবেষক/ফ্যাকাল্টি/ কর্মকর্তা/কর্মচারী) স্বার্থ সুরক্ষাসহ সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে সহায়ক হবে।

(ডঃ মোহাম্মদ তারেক)
পরিচালক, বিআইজিএম

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh Institute of
Governance and Management (BIGM)

সূচীপত্র

মুখবন্ধ ২

প্রথম অধ্যায় ৬

সূচনা ৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ৮

নিয়োগ, পদোন্নতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ৮

তৃতীয় অধ্যায় ১১

চাকরির সাধারণ শর্তাবলী ১১

চতুর্থ অধ্যায় ১৩

ছুটি, ইত্যাদি ১৩

পঞ্চম অধ্যায় ১৮

ভাতা, ইত্যাদি ১৮

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৯

চাকরির বৃত্তান্ত ১৯

সপ্তম অধ্যায় ২০

সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা ২০

অষ্টম অধ্যায় ২৪

অবসরগ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা ২৪

নবম অধ্যায় ২৬

অবসর গ্রহণ, চাকরি অবসান, অসুবিধা দূরীকরণ ইত্যাদি ২৬

তফসিল .... সংযুক্তি-ক

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh Institute of
Governance and Management (BIGM)

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগঃ**

(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ইনস্টিটিউটের সকল স্থায়ী বা অস্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে লিয়েনে নিয়োজিত অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালা সাধারণভাবে প্রযোজ্য হইবে না। তবে ইহার অংশ বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিতদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে।

২। **সংজ্ঞাঃ** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(১) "অসদাচরণ" অর্থ চাকরির শৃঙ্খলা বা নিয়মের হানিকর অথবা কোনো ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:

(ক) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ;
(খ) কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা;
(গ) নির্দিষ্ট সময়ে কর্মসম্পাদনে ব্যর্থতা;
(ঘ) কোনো আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে ইনস্টিটিউটের কোনো আদেশ, পরিপত্র বা নির্দেশাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং
(ঙ) কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারবিবেচনাহীন,
বিরক্তিকর, মিথ্যা বা অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত/বক্তব্য পেশ করা।

(২) "আইন" অর্থ দি ট্রাস্টস্ অ্যাক্ট, ১৮৮২ অনুসারে গঠিত বিআইজিএম-এর ডিড অব ট্রাস্ট ২০১৬;

(৩) "ট্রাষ্ট" অর্থ দি ট্রাস্টস্ অ্যাক্ট, ১৮৮২ এর আওতায় গঠিত বিআইজিএম এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ;

(৪) "ইনস্টিটিউট" অর্থ বিআইজিএম এর Deed of Trust অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট;

(৫) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বোর্ড, বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/পরিচালক/ সহযোগী পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক/উইং প্রধান বা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি;

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh Institute of
Governance and Management (BIGM)

(৬) “কর্মচারী” অর্থ ইনস্টিটিউটের, স্থায়ী বা অস্থায়ী, যে কোনো কর্মচারী এবং যে কোনো কর্মকর্তা ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(৭) “বোর্ড অব ট্রাস্টিজ” অর্থ ডিড অব ট্রাস্ট ২০১৬ - এ বিধৃত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ।

(৮) “গভর্নিং বডি” অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধির মাধ্যমে গঠিত এবং এই প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক অনুমোদিত বডি;

(৯) “ডিগ্রি”, “ডিপ্লোমা বা “সার্টিফিকেট” অর্থ কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেট বা এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত কোনো ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটের সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র;

(১০) “তফসিল” অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;

(১১) “নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ বোর্ড বা নিয়োগের জন্য বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো নিয়োগ কমিটি/ কর্মকর্তা;

(১২) “পদ” অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ;

(১৩) “পলায়ন” অর্থ নিম্নের যে কোন আচরণ, যথাঃ

(ক) বিনা অনুমতিতে চাকুরি বা কর্মস্থল ত্যাগ করা;

(খ) কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিয়া ১৫(পনের) কর্মদিবস বা তদূর্ধ্ব সময় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা;

(গ) অনুমতিসহ কর্মস্থলে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের ১৫(পনের) কর্মদিবস বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা;

(ঘ) বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করা;

(ঙ) অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া ০৭(সাত) কর্মদিবস বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা।

(১৪) “প্রয়োজনীয় যোগ্যতা” অর্থ কোনো নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রবিধান মোতাবেক যোগ্যতা;

(১৫) “পরিচালক” অর্থ এই ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(১৬) “ব্যবস্থাপনা পরিচালক” অর্থ বিআইজিএম বোর্ড ট্রাস্ট্রিজের সার্বিক কর্মসম্পাদনের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(১৭) “সহযোগী পরিচালক” অর্থ পরিচালকের অব্যবহিত পরবর্তী কর্মকর্তা;

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh Institute of
Governance and Management (BIGM)

(১৮) "ফ্যাকাল্টি" অর্থ ইনস্টিটিউট এবং ট্রাস্টিজ-এ কর্মরত শিক্ষা/প্রশিক্ষণ/গবেষণায় নিয়োজিত নিয়মিত/ চুক্তিভিত্তিক/বিশেষ (রেগুলার/অ্যাডজান্ট) অধ্যাপক/গবেষণা ফেলো/গবেষণা সহযোগী;

(১৯) "বাছাই কমিটি" অর্থ প্রবিধানমালার দ্বিতীয় অধ্যায় এর প্রবিধান ৪-এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(২০) "বিজ্ঞাপন" অর্থ ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকা বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত কোনো বিজ্ঞাপন;

(২১) "বোর্ড" অর্থ ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজ;

(২২) "শিক্ষানবিশ" অর্থ কোনো স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষানবিশ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো র্কমকর্তা বা কর্মচারী;

(২৩) "সদস্য" অর্থ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং গভর্নিং বডির সদস্য;

(২৪) "সম্মানী" অর্থ মাঝে-মধ্যে প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত অথবা বিশেষ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অনাবর্তক ধরনের আর্থিক প্রণোদনা;

(২৫) "স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান", "স্বীকৃত ইনস্টিটিউট", "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বা "স্বীকৃত বোর্ড" অর্থ দেশের ভিতর আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, বা বোর্ড এবং দেশের বাইরে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান। এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিআইজিএম ট্রাস্ট কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ, পদোন্নতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি:**

এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা যাইবে, যথা:

(১) সরাসরি নিয়োগ;
(২) পদোন্নতি;
(৩) সরকার থেকে লিয়েনে নিয়োগ;
(৪) চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ;
(৫) বিশেষ প্রয়োজনে, যেমন সমীক্ষা বা বিশেষায়িত কার্যক্রম ইত্যাদির জন্য পরামর্শক/পেশাজীবী নিয়োগ।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh Institute of
Governance and Management (BIGM)

৪।	**বাছাই কমিটি:** সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বিধি অনুযায়ী এক বা একাধিক বাছাই কমিটি করিতে পারিবে।
৫।	**সরাসরি নিয়োগ ঃ** (১) কোনো পদে কোনো ব্যক্তি সরাসরি নিযুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং বয়স নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং নির্ধারিত বয়স সীমার মধ্যে বয়স থাকিলে কোন ব্যক্তি সরাসরি নিয়োগযোগ্য হইবেন। (২) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিতে হইবে। (৩) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সেই পদের জন্য গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিতে হইবে। (৪) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে চিকিৎসা পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন করিবেন। (৫) জরুরি প্রয়োজনে যেমন সমীক্ষা বা বিশেষায়িত কার্যক্রম ইত্যাদির জন্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে অত্যাবশ্যক প্রতীয়মান হইলে পরিচালক **এডহক** ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে স্বল্প সময়ের জন্য সাময়িকভাবে পরামর্শক/পেশাজীবী হিসেবে নিয়োগ দিতে পারিবেন। তবে উক্ত নিয়োগ পরবর্তীকালে (প্রয়োজন হইলে) **বিধি অনুযায়ী** নিয়মিত করা যাইবে।
৬।	**পদোন্নতি ঃ** (১) এই প্রবিধানমালার বিধান এবং তফসিল অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতি তাঁহার কর্ম দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদনের (APER) ভিত্তিতে প্রদান করা যাইবে। (২) কেবল জ্যেষ্ঠতার কারণে কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহার পদোন্নতি দাবি করিতে পারিবেন না। (৩) পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর চাকরির বৃত্তান্ত ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন (APER) বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করিবেন এবং তাহার ভিত্তিতে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করিবেন। (৪) কোন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির শিক্ষানবিশিকাল (probation period) সফলভাবে সমাপ্ত না হইলে তাঁহাকে পদোন্নতি দেওয়া যাইবে না।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh Institute of
Governance and Management (BIGM)

	(৫) নিয়োগপ্রাপ্তগণ বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন/কার্যসম্পাদনের সার্বিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সন্তোষজনক শিক্ষানবিশিকাল সমাপ্তির পর যোগদানের তারিখ হইতে পদের বিপরীতে তফসিলে বর্ণিত সময়কাল অথবা ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রম করিলে পদোন্নতির যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন। (৬) কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদোন্নতি কমিটির সুপারিশ ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদোন্নতি অনুমোদন করিবেন। (৭) সাধারণত শূন্যপদের বিপরীতে পদোন্নতি বিবেচনা করা হইবে, তবে ইনস্টিটিউট/ট্রাস্টের স্বার্থে কোন কর্মকর্তা/ফ্যাকাল্টির উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে পদোন্নতি বিবেচনা করা যাইবে।
.৭।	**শিক্ষানবিশিকাল:** (১) সরাসরি কোন শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির শিক্ষানবিশিকাল হইবে যোগদানের তারিখ হইতে ২ (দুই) বছর। তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন শিক্ষানবিশের মেয়াদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। (২) শিক্ষানবিশির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর এবং বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে উহা পূর্ণ হওয়ার পর, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ: (ক) যদি এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্মসম্পাদন সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে, শিক্ষানবিশিকাল সমাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে; অথবা, (খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্মসম্পাদন সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ - (অ) সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাঁহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং (আ) পদোন্নতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, তাঁহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন; অথবা (ই) তাঁহার শিক্ষানবিশি সময় আরও বর্ধিত করিতে পারিবেন।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

তৃতীয় অধ্যায়

চাকরির সাধারণ শর্তাবলী

৮।	**যোগদানের সময় ঃ** চাকরিতে যোগদানের ক্ষেত্রে কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথা: (১) নির্দিষ্টভাবে যোগদানের জন্য উল্লিখিত সময়, তবে- নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট কারণসহ যোগদানের সময় বৃদ্ধির আবেদন করিলে যোগদানের সময় বৃদ্ধি করা যাইবে। (২) যোগদান সময়ের জন্য তিনি কোন আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন না।
৯।	**বেতন ও ভাতা:** (১) কোন পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সাধারণত জাতীয় বেতন স্কেলের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া করা হইবে তবে, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের নির্দেশের আলোকে দেশের চলমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া ইনস্টিটিউট বিভিন্ন সময়ান্তরে যেরূপ নির্ধারণ করিবে নিয়োগপ্রাপ্তদের বেতন- ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা সেইরূপ হইবে। (২) লিয়েনে/চুক্তিতে আগত নিয়োগপ্রাপ্তদের বেতন-ভাতা ও সুবিধাদি চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। (৩) প্রয়োজনে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ভিন্নতর হারে বেতন-ভাতা নিধার্রণ করা যাইবে।
১০।	**প্রারম্ভিক বেতন:** (১) কোনো পদে প্রথম নিয়োগের সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রারম্ভিক বেতন হইবে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তর । (২) বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি ও পরিচালকের সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অনুমোদনক্রমে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে। (৩) বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, সময় সময় বোর্ড যে নির্দেশাবলী জারি করিবে, সেই অনুসারে ইনস্টিটিউটের নিয়োগপ্রাপ্তদের বেতন সংরক্ষণ করা হইবে।
১১।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন:** (১) কোনো ব্যক্তিকে পদোন্নতি প্রদান করা হইলে সাধারণত সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

	(২) উক্ত সর্বনিম্ন বেতন অপেক্ষা তাঁহার পুরাতন পদের প্রাপ্ত বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তাঁহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয়, সেই স্তরে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে।
১২।	**বেতন বৃদ্ধিঃ** (১) সন্তোষজনক চাকরি সাপেক্ষে, উপযুক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের, সাধারণত প্রতি বছর **১** জুলাই তারিখে নির্ধারিত হারে প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি করা হইবে। (২) শিক্ষানবিশিকালে (probation period) নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী) প্রতি বছর **১** জুলাই তারিখে নির্ধারিত হারে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। (৩) তবে, উপযুক্ত কারণে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি স্থগিত রাখা হইলে, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আদেশে স্থগিতকাল উল্লেখ করিবেন। স্থগিতকাল শেষে যে ধাপে তাঁহার বেতনবৃদ্ধি স্থগিত করা হইয়াছিল, সেই ধাপ হইতে তাঁহার বেতনবৃদ্ধি প্রদেয় হইবে। (৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অনুমতি সাপেক্ষে এক বা একাধিক বিশেষ বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।
১৩।	**জ্যেষ্ঠতাঃ** (১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠতা বর্তমানে তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত সাধারণভাবে সেই পদে যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে। তবে কর্মসম্পাদনের মান বিবেচনায় ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। (২) একই সময়ে একাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত মেধাতালিকা অনুসারে উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করিবে। (৩) একই বৎসরে/সময়ে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে **পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী** জ্যেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তবে, শর্ত থাকিবে যে, কর্মসম্পাদনের মানের উপর ভিত্তি করিয়া ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে। (৪) কোন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি পদোন্নতি ব্যতিরেকে একই পদে ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে এবং চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুসারে, **১১**তম বৎসরে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন। (৫) কোন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহার চাকরির ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্তির পর পরবর্তী ০৬ (ছয়) বৎসরে পদোন্নতি প্রাপ্ত না হইলে ৭ম বৎসরে চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুসারে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

	(৬) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) ও (৫) এ উল্লিখিত আর্থিক সুবিধা জাতীয় বেতনস্কেলের ৫ম গ্রেড পর্যন্ত প্রযোজ্য হইবে এবং উক্ত গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কোন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই সুবিধা গ্রহণপূর্বক ৪র্থ গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন না। (৭) একই পদে ও একই তারিখে একাধিক ব্যক্তি যোগদান করিলে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতা নিয়োগের সময়ের মেধাক্রম অনুযায়ী নির্ধারণ করা হইবে। (৮) একাধিক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হইলে এবং তাঁহাদের কর্মসম্পাদনের মান যদি একই থাকে তবে, যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদে তাঁহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে। (৮) জ্যেষ্ঠতা বিষয়ে এই বিধিমালার আলোকে কোন বিষয়ের নিস্পত্তি সম্ভব না হইলে, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অনুমোদনক্রমে পরিচালকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।
চতুর্থ অধ্যায় **ছুটি, ইত্যাদি**	
১৪।	**বিভিন্ন প্রকারের ছুটি:** (১) নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নিম্নবর্ণিত যে কোনো ধরনের ছুটি প্রাপ্য হইবেন, যথা: (ক) অর্জিত ছুটি; (খ) নৈমিত্তিক ছুটি; (গ) অধ্যয়ন ছুটি; (ঘ) প্রসূতি/পিতৃত্বকালীন ছুটি; (ঙ) চিকিৎসাজনিত ছুটি; (চ) সঙ্গনিরোধ ছুটি; (ছ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি; (জ) প্রাপ্যতা বিহীন ছুটি; (ঝ) বাধ্যতামূলক ছুটি। (২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন এবং ইহা সাধারণ ছুটির সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইবে।
১৫।	**পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি (অর্জিত ছুটি):** (১) প্রত্যেক কর্মচারি তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন। পূর্ণ গড় বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটিকাল ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন অর্জিত ছুটির কাল ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ছুটির হিসাবে একটি পৃথক খাতে জমা দেখানো হইবে এবং ডাক্তারী সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য উক্ত জমাকৃত ছুটি হইতে পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(৩) উক্ত ছুটি ভোগ না করিলে নগদায়ন করা যাইবে। এক্ষেত্রে অবসরকালীন সময়ে একত্রে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের ছুটি নগদায়ন করা যাইবে।

১৬। **নৈমিত্তিক ছুটি:**

ইনস্টিটিউটের নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট ১৫(পনের) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি প্রাপ্য হইবেন। উভয়দিকের সাপ্তাহিক ছুটির সহিত এই ছুটিকে সংযুক্ত করা যাইবে না। যদি উভয়দিকে এই ছুটি সংযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে একদিকের সাপ্তাহিক/সরকারি ছুটি নৈমিত্তিক ছুটির সঙ্গে গণনা করা হইবে।

১৭। **অধ্যয়ন ছুটি:**

(১) ইনস্টিটিউটে চাকরির জন্য সহায়ক হইতে পারে এইরূপ বিষয়াদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিনা বেতনে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(২) কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হইলে তিনি যদি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদ অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ বা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সে ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অনধিক ১ (এক) বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) অধ্যয়ন ছুটির আবেদনকারী বৈদেশিক বৃত্তিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাঁহার অধীত বিষয় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় হইলে, সে ক্ষেত্রে:

(অ) মোট অধ্যয়ন ছুটির কাল কর্তব্য পালনকাল (ডিউটি) হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং প্রদেয় বেতন-ভাতাদি দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা হইবে।

(আ) তিনি অধ্যয়ন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে বিআইজিএম-এ যোগদান করিবেন এবং পিএইচডি-র ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর এবং মাস্টার্স- এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছর কাজ করিবেন এই মর্মে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে।

(ই) প্রাথমিকভাবে পূর্ণ গড় বেতনে ৪ (চার) বছরের জন্য অধ্যয়ন ছুটি উপভোগ করিবেন যা তাঁহার পিএইচডি সুপারভাইজারের নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে পূর্ণ গড় বেতনসহ আরও এক বছরের জন্য বৃদ্ধি করা যাইবে। পূর্ণ গড় বেতনসহ ছুটি ৬ (ছয়)

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

	বছরের বেশি হইবে না। মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে ২ (দুই) বছরের জন্য পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি প্রদান করা যাইবে। (ঈ) অনুমোদিত সময়ের বেশি বিদেশে অবস্থান করা যাইবে না এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বিআইজিএম-এ রিপোর্ট করিতে হইবে। (উ) উপরন্তু, বাংলাদেশে ২ (দুই) জন নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টার হইতে লিখিত প্রতিশ্রুতিপত্র প্রদান করিতে হইবে (একজনকে অবশ্যই একজন সরকারি কর্মকর্তা হইতে হইবে)। যদি তিনি কোনভাবে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে ব্যর্থ হন তবে বিআইজিএম থেকে গৃহীত সমস্ত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে। (ঊ) অধ্যয়ন চলাকালীন সময়ে প্রকাশনাসমূহ বিআইজিএম-এর পদে ও নামে হইতে হইবে।
১৮।	**অসাধারণ ছুটি:** একজন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমগ্র চাকরি জীবনে কোনো রকম বেতনভাতাদি ছাড়া সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর অসাধারণ ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। তবে অসাধারণ ছুটি ভোগ করার মেয়াদ তাঁহার চাকরির জ্যেষ্ঠতায় যুক্ত হইবে না।
১৯।	**মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি:** (১) কোনো মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। (২) কোনো পুরুষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে ১৫ (পনের) দিন পর্যন্ত পিতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। (3) এই ইনস্টিটিউটের চাকরি জীবনে কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে (মহিলা/পুরুষ) ২ (দুই) বারের অধিক মাতৃত্ব/পিতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।
২০।	**চিকিৎসাজনিত ছুটি ঃ** একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বাস্থ্যগত কারণে সর্বোচ্চ ২১ (একুশ) দিন চিকিৎসাজনিত ছুটি প্রাপ্য হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, একজন এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের প্রত্যয়নপত্র সাপেক্ষে এই ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে উপযুক্ত চিকিৎসা সনদ উপস্থাপন এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অনুমোদন সাপেক্ষে একজন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পূর্ণ গড় বেতনে অতিরিক্ত ১ (এক) মাসের ছুটি প্রদান করা যাইবে। অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করা হইলে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসা সনদ ও গভর্নিং বডির অনুমোদন সাপেক্ষে আবেদনকারী প্রতি মাসে অর্ধ-গড় বেতন প্রাপ্য হইবেন। যদি তাঁহার কোনো রকম অর্জিত ছুটি পাওনা না থাকে, তবে ওই সময়ের অতিরিক্ত চিকিৎসা ছুটি ভোগ করিলে গভর্নিং বডির অনুমতি সাপেক্ষে আবেদনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারি বেতনবিহীন ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

২১।	**সঙ্গনিরোধ ছুটিঃ** (১) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাঁহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যে সময়ের জন্য উক্ত নির্দেশ কার্যকর থাকে, সেই সময়কাল হইবে সঙ্গনিরোধ ছুটি। (২) অফিস প্রধান, কোন চিকিৎসা কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনূর্ধ্ব ২১ (একুশ) অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় অনূর্ধ্ব ৩০(ত্রিশ) দিনের জন্য সঙ্গনিরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন। (৩) সঙ্গনিরোধ ছুটিকালে উপ- প্রবিধান ২-এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে, উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রবিধানমালার অধীন অন্য কোন প্রকার ছুটি হিসেবে গণ্য হইবে। (৪) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী ছুটির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে, অন্যবিধ ছুটির সহিত সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে। (৫) সঙ্গনিরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না এবং যখন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারি নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না। (৬) যেদিন থেকে তিনি নিজে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন উহার পূর্বে যদি তিনি সঙ্গনিরোধ ছুটি লইয়া থাকেন তাহা হইলে সংক্রমিত হওয়া পর্যন্ত ছুটি সঙ্গনিরোধ ছুটি হিসেবে গণ্য হইবে।
২২।	**বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিঃ** (১) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন। (২) যে অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটির আবেদন করা হয় সেই অক্ষমতা ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন সেই ব্যক্তি উক্ত অক্ষমতার কারণ অবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না। (৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজন সে মর্মে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত চিকিৎসক প্রত্যয়ন করিলে সেই মেয়াদের জন্য উক্ত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে এবং উক্ত চিকিৎসকের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না এবং ছুটি কোনক্রমেই ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না। (৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যেকোন ছুটির সহিত সম্পৃক্ত করা যাইবে।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

	(৫) যদি একই ধরনের অবস্থায় পরবর্তী যে কোনো সময়ের অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপ একাধিকবার মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদ ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না। (৬) যে ক্ষেত্রে কর্মচারী শুধু আনুতোষিক এবং অবসরভাতা প্রাপ্য হন, সেই ক্ষেত্রে অবসরভাতার বিষয়ে চাকরি হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না। (৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ (ক) উপপ্রবিধান ৫ (পাঁচ) এর অধীনে মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম ৪ (চার) মাসের জন্য পূর্ণবেতন; এবং (খ) এইরূপ ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধবেতন। (৮) এই প্রবিধানের বিধানসমূহের প্রয়োজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, যিনি তাঁহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশতঃ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোনো কর্তব্য পালনকালে তাঁহার পদের স্বাভাবিকঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা আঘাত প্রাপ্তির দরুণ অক্ষম হইয়াছেন।
২৩।	**প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি:** (ক) কোন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। (খ) কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ছুটি পাওনা থাকিলে অথবা না থাকিলেও বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করিতে পারিবেন, তবে; (গ) এক্ষেত্রে ছুটির পরিমাণ ক্ষেত্রবিশেষে নির্ধারন করা হইবে। (ঘ) বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদানের বিষয়টি ইনস্টিটিউট/বোর্ড অব ট্রাস্টিজের স্বার্থের পরিপন্থী হইলে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।
২৪।	**ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো:** ছুটি ভোগরত কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইবে এবং তাঁহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাঁহাকে কর্মরত গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য তিনি ভ্রমণ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

পঞ্চম অধ্যায়

ভাতা, ইত্যাদি

২৫। **ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি:**

কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশে তাঁহার দায়িত্ব পালনার্থে ভ্রমণ করিলে যুক্তিসঙ্গত প্রকৃত খরচের বিল-ভাউচার দাখিল সাপেক্ষে ভ্রমণ ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২৬। **সম্মানী ইত্যাদি:**

ইনস্টিটিউট উহার কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সাময়িক প্রকৃতির কোনো কর্মসম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন উদ্ভাবনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যসম্পাদনের জন্য সম্মানী প্রদানের যৌক্তিকতা থাকিলে বোর্ডের সম্মতিক্রমে উক্ত সম্মানী প্রদান করিতে পারিবে।

২৭। **দায়িত্বভাতা :**

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ইনস্টিটিউটের দায়িত্বভাতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সমমানের বা উচ্চতর কোনো পদের দায়িত্ব প্রদান করিলে উক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সরকারি নিয়ম অনুসারে দায়িত্বভাতা প্রদান করা হইবে।

২৮। **উৎসব ভাতা:**

সরকারী নিয়ম অনুসারে ইনস্টিটিউটের নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি উৎসব ভাতা প্রাপ্য হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ইনস্টিটিউটের আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনো ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধানের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

২৯। **শ্রান্তিবিনোদন ভাতা:**

(১) এই বিধির আওতায় একজন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রান্তিবিনোদন ছুটি গ্রহণ করিলে প্রতি ৩ (তিন) বৎসর পর পর ১ (এক) মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ শ্রান্তিবিনোদন ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবেন। তবে একজন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির চাকরি স্থায়ী হওয়ার পর ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি উক্ত তারিখ হইতে শ্রান্তিবিনোদন ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) এই বিধির আওতায় একজন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছুটিকালীন বেতনের অতিরিক্ত শ্রান্তিবিনোদন ভাতা প্রাপ্য হইবেন। অর্থাৎ ১৫ (পনের) দিন শ্রান্তিবিনোদন ছুটি ভোগ করিয়া ১ (এক) মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ শ্রান্তিবিনোদন ভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবেন এবং ছুটিকালীন বেতনও পাইবেন।

(৩) দাপ্তরিক স্বার্থে যদি কোন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার আবেদনের তারিখ হইতে শ্রান্তিবিনোদন ভাতাসহ শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে তিনি যখনই

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

	ছুটিতে গমন করিবেন তখনই এই ভাতা প্রাপ্য হইবেন। এক্ষেত্রে তাঁহার আবেদনের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর পর তিনি শ্রান্তিবিনোদন ভাতা প্রাপ্য হইবেন।
ষষ্ঠ অধ্যায় **চাকরির বৃত্তান্ত**	
৩০।	**চাকরির বৃত্তান্তঃ** (১) নির্দিষ্ট ফরমে চাকরির বৃত্তান্ত সংশ্লিষ্ট HR & Pay Roll Database-এ সংরক্ষিত হইবে এবং হালনাগাদ করা হইবে। কর্তৃপক্ষ বৎসরে একবার চাকরির বৃত্তান্ত সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টি/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দেখাইবে। কোনো বিষয় সংশোধনযোগ্য হইলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। (২) ইহা ছাড়া সকল নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির চাকরির রেকর্ড ও ব্যক্তিগত রেকর্ডের হার্ড কপি প্রশাসন বিভাগ সংরক্ষণ করিবে।
৩১।	**বার্ষিক অনুবেদনঃ** (১) সহযোগী পরিচালক/অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/উইং প্রধান/পরিচালকের দপ্তর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বার্ষিক অনুবেদন পরিচালক কর্তৃক সম্পাদিত হইবে। উহাতে প্রতিস্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে না। (২) উপপরিচালক/সহকারি পরিচালক, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো/রিসার্চ ফেলো/সহকারী অধ্যাপক/ সিনিয়র গবেষণা সহযোগী/গবেষণা সহযোগী/গ্রন্থাগারিক/আইটি কর্মকর্তা স্ব-স্ব উইং প্রধান/অতিরিক্ত পরিচালকের নিকট বার্ষিক অনুবেদন পেশ করিবেন। অনুবেদনকারী কর্মকর্তা অনুস্বাক্ষরপূর্বক প্রতিস্বাক্ষরের জন্য পরিচালক বরাবর পেশ করিবেন। (৩) ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বার্ষিক অনুবেদন উপ-পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক/সময়ে সময়ে বিআইজিএম কর্তৃক জারিকৃত বিধি/পরিপত্রে বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত পরিচালক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইতে হইবে। (৪) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারি প্রতিবছর ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে অনুবেদন অনুস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার (আরআইও) নিকট পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন জমা দিবেন। অনুবেদনকারী কর্মকর্তা (আরআইও) ২৮শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন স্বাক্ষর করিয়া প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার (সিএসও) নিকটি জমা দিবেন এবং ৩১শে মার্চ এর মধ্যে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা (সিএসও) বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন স্বাক্ষর করিয়া গোপনীয় শাখায় জমা দিবেন। (৫) এই বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সার্কুলার অনুসরণ করা যাইতে পারে।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩২। **সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা:**

(১) প্রত্যেক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন।

(২) প্রত্যেক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসঙ্গত নির্দেশ মানিয়া চলিবেন। নিজেকে নৈতিক ও আর্থিকভাবে সৎ রাখিবেন, ইনস্টিটিউটে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

৩৩। **অনিয়মিত উপস্থিতি:**

(১) **বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিতির দণ্ড:**

কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ছুটিতে গেলে বা নিজ কর্মে অনুপস্থিত থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রতিদিনের অনুপস্থিতির জন্য উক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির ১ (এক) দিনের মূল বেতন কর্তন করিবেন।

(২) **বিনা অনুমতিতে অফিস ত্যাগের দণ্ড:**

কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি অফিস চলাকালীন সময়ে তাঁহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে অফিস ত্যাগ করিলে কর্তৃপক্ষ এইরূপ প্রতি ক্ষেত্রে ১ (এক) দিনের মূল বেতন কর্তন করিবেন।

(৩) **বিলম্বে অনুপস্থিতির দণ্ড:**

কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি অফিসে বিলম্বে হাজির হইলে কর্তৃপক্ষ প্রতি ২ (দুই) দিনের বিলম্বে উপস্থিতির জন্য ১ (এক) দিনের মূল বেতন কর্তন করিবেন।

(৪) **অপরাধের পুনরাবৃত্তির জন্য দণ্ড:**

কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৩০ (ত্রিশ) দিনের ভিতর (১) বা (২) অথবা (৩) ধারায় বর্ণিত অপরাধ একাধিকবার করিলে, কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত আরো ৩ (তিন) দিনের মূল বেতন কর্তন করিতে পারিবেন।

(৫) উল্লিখিত শাস্তিসমূহ (১), (২), (৩), (৪) আরোপের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থন/কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করা হইবে।

(৬) (১) বা (২) বা (৩) অথবা (৪) ধারার অধীনে কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন কর্তনের আদেশ প্রদান করা হইলে ২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃপক্ষের নিকট আদেশ সংশোধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ যেরূপ/যথাযথ বলিয়া বিবেচনা করিবেন, সেরূপ শুনানি গ্রহণান্তে আদেশ সংশোধন, বাতিল বা বহাল রাখিতে পারিবেন।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

৩৪।	**দণ্ডের ভিত্তি:** কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি - (১) তাঁহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন; (২) অসদাচরণ/অনৈতিকতার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন; (৩) পলায়নের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন; (৪) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন; (৫) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তছরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন; অথবা (৬) ইনস্টিটিউট বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক বা ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত হন বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে এবং সে কারণে তাঁহাকে চাকরিতে রাখা ইনস্টিটিউট বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে **কর্তৃপক্ষ** উক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।
৩৫।	**দণ্ডাদি ঃ** **(১)** এই প্রবিধানের অধীন নিম্নোক্ত দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথা: **(ক) লঘু দণ্ড:** (১) তিরস্কার; (২) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা; এবং (৩) ৭ (সাত) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন; (৪) কর্তব্যে অবহেলার দরুণ সংঘটিত আর্থিক ক্ষতির সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ আদায়করণ; **(খ) গুরু দণ্ড:** (১) নিম্নপদে বা নিম্নস্তর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনমন; (২) নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত ও প্রমাণিত অপরাধের কারণে সংঘটিত আর্থিক ক্ষতির অংশ বিশেষ বা তাঁহার সম্পূর্ণ বেতন বা অন্য কোনো কাজের জন্য প্রাপ্য পারিশ্রমিক/সম্মানী হইতে আদায়করণ; (৩) চাকরি হইতে অপসারণ; এবং (৪) চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ: কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদানপূর্বক জবাব সন্তোষজনক না হইলে যে কোন গুরুদণ্ড প্রদান করা হইবে। **(২)** কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরি হইতে বরখাস্ত হইলে তিনি ভবিষ্যতে এই ইনস্টিটিউটে চাকরি প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।
৩৬।	**লঘু দণ্ডের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি:** কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির লঘুদণ্ডের অপরাধে অভিযুক্ত হইলে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রদান করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব প্রদানের সুযোগ দিবেন। সন্তোষজনক জবাব

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

	পাওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে। জবাব সন্তোষজনক না হইলে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।
৩৭।	**গুরু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি:** কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি গুরুদণ্ডের অপরাধে অভিযুক্ত হইলে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব প্রদানের সুযোগ দিবেন। সন্তোষজনক জবাব পাওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে। জবাব সন্তোষজনক না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির কমপক্ষে এক ধাপ উপরের কর্মকর্তাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া তদন্ত করা হইবে। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
৩৮।	**সাময়িক বরখাস্ত:** (১) প্রবিধান ৩২ এর পরিপন্থী কোন কাজ অথবা ৩৩ এর অধীনে যে কোনো অভিযোগের দায়ে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকিলে এবং প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে উক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাঁহাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে। (২) যে ক্ষেত্রে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড **বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাতিল বা** অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর মূলত যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপ করা হইয়াছিল সেই ব্যাপারে তাঁহার বিরুদ্ধে আরও তদন্ত কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন। (৩) কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে ইনস্টিটিউটের বিধি ও আদেশ অনুযায়ী খোরাকি ভাতা পাইবেন। (৪) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ ('কারাগারে সোপর্দ' অর্থে 'হেফাজতে রক্ষিত' ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন) নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকি ভাতা পাইবেন।
৩৯।	**পুনর্বহাল :** (১) যদি প্রবিধান (৩৪) এর উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৬) মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্ত, বা ক্ষেত্রবিশেষে, ছুটিতে প্রেরিত কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বরখাস্ত, চাকরি হইতে অপসারণ বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহার অধিষ্ঠিত পদে আসীন বা সমমর্যাদার পদে পদায়ন করা হইবে

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

	এবং সাময়িক বরখাস্তের বা, ক্ষেত্রবিশেষে, ছুটির সময়কালে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবেন। (২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান সাপেক্ষে, সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর পুনর্বহালের বিষয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকরি বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।
৪০।	**ফৌজদারী মামলা ইত্যাদিতে আটক কর্মচারী :** (১) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে গ্রেফতার/আত্মসমর্পণের তারিখ হইতে সাময়িক বরখাস্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাহাঁর বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি খোরাকি ভাতা ব্যতীত কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা অন্য কোন প্রকার ভাতা পাইবেন না এবং মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাঁহার বেতন ও ভাতাদি মামলা নিষ্পত্তির পর সমন্বয় করা হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ হইতে কোন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে উক্ত দায় তাঁহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাঁহাকে প্রাপ্য বেতন ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে এবং উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবেন।
৪১।	**আদেশের বিরুদ্ধে আপিল:** (১) **বোর্ড অব ট্রাস্টিজ আপিল কর্তৃপক্ষ** হিসেবে বিবেচিত হইবেন। (২) কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেই ক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের প্রস্তাব করা হইবে, তিনি যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাঁহার নিকট অথবা যে ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ আদেশদান করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন। (৩) আপিল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন, যথা – ক. এই প্রবিধানমালার নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কি না, না হইয়া থাকিলে, উহার কারণে ন্যায়বিচারের হানি হইয়াছে কি না; খ. অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সঠিক ও ন্যায়সংগত কি না; গ. আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা। (৪) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইবে সেই আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার অনধিক **১** (এক) মাসের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। (৫) এই ক্ষেত্রে **বোর্ড অব ট্রাস্টিজ** তথা **আপিল কর্তৃপক্ষের** সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

৪২। **আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা ঃ**

(১) কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে, একই বিষয়ের উপর, কোনো আদালতে কোনো ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা পরিচালনায় কোনো বাধা থাকিবে না, কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর কোনো দণ্ডআরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা হইলে উক্ত মামলা বা আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ দণ্ডারোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপরাধের দায়ে কোনো আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ও সাজা প্রাপ্ত হইলে, এইরূপ সাজাপ্রাপ্ত নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই প্রবিধানমালার অধীনে দণ্ড প্রদান করা হইবে কিনা তাহা কর্তৃপক্ষ স্থির করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোনো কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও উক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোনো সুযোগ দেওয়ারও প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর কোনো দণ্ড আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, তৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অবসরগ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৪৩। **Contributory Provident Fund:**

(১) বিআইজিএম কর্তৃক নির্ধারিত হারে মূল বেতনের অংশ চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে এই ইনস্টিটিউটের নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের Contributory Provident Fund (CPF) গঠিত হইবে। এই ইনস্টিটিউটের পক্ষ হইতে সম-পরিমাণ টাকা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির CPF -এ জমা হইবে। CPF পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য বিধি বিধান অনুসরণ করিতে হইবে। চাকরি ত্যাগ/মৃত্যু অথবা অবসরগ্রহণ করিলে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহার CPF এর অর্থ প্রাপ্য হইবেন। CPF এর জমাকৃত টাকা সুদাসলে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে।

(২) Contributory Provident Fund এ জমাকৃত অর্থ হইতে ৮০% পর্যন্ত অর্থ জরুরি প্রয়োজনে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে নির্ধারিত কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধযোগ্য।

(৩) কেবলমাত্র নিয়মিত পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবসরগ্রহণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হইবেন।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

	(৪) সরকারের, সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, তাঁহারা যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, ১ জুলাই, ২০২৪ তারিখ ও তৎপরবর্তী সময়ে এই ইনস্টিটিউটে নূতন যোগদান করিবেন, **তাঁহারা সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত হইবেন**।
৪৪।	**আনুতোষিক:** **(১)** স্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত কোন ফ্যাকাল্টি/কর্মকর্তা/কর্মচারী যিনি এই ইনস্টিটিউটে অনুন্য ৫ (পাঁচ) বৎসর সন্তোষজনক ও অব্যাহতভাবে চাকরি করিয়াছেন তিনি আনুতোষিক লাভের প্রাপ্যতা অর্জন করিবেন। **(২)** কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার চাকরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসরের ক্ষেত্রে ১ (এক) মাসের মূল বেতন হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে। তবে আংশিক বছরের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে আংশিক সময়ের জন্য আনুতোষিক পাইবেন। (৩) সর্বশেষ গৃহীত মূল বেতন (Basic Pay) আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে। (৫) মৃত্যুর কারণে কোনো আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন, তজ্জন্য প্রত্যেক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন এবং ফরমটি ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। (৬) কোনো কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৫) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন করিলে, তাঁহার মনোনয়ন পত্রে তাঁহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, যদি এইরূপ উল্লেখ করা না হয়, সেই ক্ষেত্রে সমুদয় টাকা মনোনীত ব্যক্তিগণকে সমান অংশে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। তবে, শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইন অগ্রাধিকার পাইবে। (৭) কোনো কর্মচারী যে কোনো সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়ন পত্র বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বাতিল করিলে, তিনি উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৫) ও (৬) এর বিধান অনুসারে একটি নতুন মনোনয়নপত্র জমা দিবেন। (৮) কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি মনোনয়নপত্র প্রদান না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশগণের মধ্যে প্রদান করা হইবে।
৪৫।	**গোষ্ঠী বীমা:** ইনস্টিটিউটের নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ গোষ্ঠী বীমা চালু করিবে।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh Institute of
Governance and Management (BIGM)

নবম অধ্যায় অবসর গ্রহণ, চাকরি অবসান, অসুবিধা দূরীকরণ ইত্যাদি	
৪৬।	অবসরগ্রহণ, চাকুরি অবসান, অসুবিধা দূরীকরণ ইত্যাদি ঃ (১) ঐচ্ছিক অবসর গ্রহণের ক্ষেত্র ব্যতীত এই ইনস্টিটিউটের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবসর গ্রহণের বয়সসীমা হইবে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর । (২) কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর পুনরায় চাকরিতে পুনঃনিয়োগ দেওয়া যাইবে না, তবে বোর্ড প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কোন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবসর গ্রহণের পরও উপযুক্ত বিবেচনা করিলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিতে পারিবে। (৩) ঐচ্ছিক অবসর: চাকরির মেয়াদকাল ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ করিলে কর্তৃপক্ষকে ৩ (তিন) মাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসরে যাইতে পারিবেন। এইরূপ যদি কেউ অবসর গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহা হইলে উহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৪) বাধ্যতামূলক অবসর: একজন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতা উপযুক্ত মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক প্রমাণিত হইলে এবং ফৌজদারি অপরাধে কোন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি আর্থিক কিংবা কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা যাইবে।
৪৭।	**অবসর সংক্রান্ত সুবিধাদি না পাওয়ার ক্ষেত্রসমূহ:** অবসর গ্রহণকালে কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় কোনো মামলা চলমান থাকিলে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি অবসর সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন না, তবে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত অর্থ পাওয়ার অধিকারী হইবেন।
৪৮।	**চাকরির অবসান:** (১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই ১ (এক) মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে ১ (এক) মাসের বেতন প্রদান করিয়া কোন শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং এইরূপ চাকরি অবসানের কারণে উক্ত শিক্ষানবিশ কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না। (২) একজন নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে কিংবা শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষম ঘোষিত হইলে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল সাপেক্ষে, এবং স্থায়ী পদ বিলুপ্তির কারণে চাকরি হইতে ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁহার চাকরির অবসান হইবে।
৪৯।	**ইস্তফাদান ইত্যাদি:** (১) কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক নিয়োগপত্রের শর্তানুযায়ী উল্লিখিত সময়কাল অনুযায়ী লিখিত পূর্বনোটিশ প্রদান না করিয়া তাঁহার চাকরি ত্যাগ করিতে বা চাকরি হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না এবং এইরূপ

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

	নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি ইনস্টিটিউটে তাঁহার নিয়োগপত্রের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়কালের সম-পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। (২) কোনো শিক্ষানবিশ তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক নিয়োগপত্রের শর্তানুযায়ী উল্লিখিত সময়কাল অনুসারে লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাঁহার চাকরি ত্যাগ করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি ইনস্টিটিউটকে নির্ধারিত সময়কালের বেতনের সম-পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। (৩) কোনো নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা জনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়া থাকিলে তিনি ইনস্টিটিউটের চাকরিতে ইস্তফা দিতে পারিবেন না: তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে, ইনস্টিটিউট যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেইরূপ শর্তে কোনো কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারিবে।
৫০।	**অসুবিধা দূরীকরণ ইত্যাদি:** (১) এই প্রবিধানমালায় উল্লেখ নাই, এইরূপ কোনো বিষয়ে ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান যতদূর সম্ভব অনুসরণ করা হইবে। (২) এই প্রবিধানমালায় কোনো বিষয়ে ইনস্টিটিউট কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো বিধিমালা, আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োগ বা অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা/দ্বিমত দেখা দিলে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট, বোর্ডের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে ইনস্টিটিউটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। (৩) এই প্রবিধানমালা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যাইবে।
৫১।	**রহিতকরণ ও হেফাজত:** (১) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট -এর চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২৪ প্রবর্তনের তারিখ হইতে পূর্বের চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮ রহিত বলিয়া গণ্য হইবে। (২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিত প্রবিধানমালার আওতায় যে সকল কার্যক্রম নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এই প্রবিধানমালার অধীনে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) বোর্ড কর্তৃক এই প্রবিধানমালা অনুমোদিত হইবার দিন হইতেই এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
৫২।	এই প্রবিধানমালা যদি কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম না হয়, কিংবা কোনো বিষয়ে মতদ্বৈততা দেখা দেয় অথবা এমন কোনো বিষয় যাহা এই প্রবিধানমালায় উল্লেখ করা হয় নাই, এই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হইলে বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে নিষ্পত্তি করা হইবে।

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh nstitute of
Governance and Management (BIGM)

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh Institute of
Governance and Management (BIGM)

BIGM

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম)

ই-৩৩, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

পিএবিএক্সঃ ৮৮০-২-২২৩৩৭৪০৪১-৪৪ (এক্সটেনশনঃ ১০২, ১০৬, ১০৭, ১১৪),

ই-মেইলঃinfo@bigm.edu.bd

www.bigm.edu.bd

Dr Krishna Gayen
Sr Research Fellow
Bangladesh Institute of
Governance & Management

Dr. Mohammad Tareque
Director
Bangladesh Institute of
Governance and Management (BIGM)